গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্যও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ বন্ধের তারিখ নির্ধারণ এবং "মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪" বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ফরিদা আখতার
মাননীয় উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

উপস্থিত সদস্যদের তালিকা "পরিশিষ্ট-ক" তে সন্নিবেশ করা হলো।

প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ বন্ধের তারিখ নির্ধারণ এবং "মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪" বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটির সভায় উপস্থিত এবং অনলাইনে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। সকলের পরিচিতি পর্ব শেষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। ইলিশের প্রজননকে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করতে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪ বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরো বলেন, মৎস্য বিজ্ঞানী, গবেষক, মৎস্য অধিদপ্তর, এনজিও, জেলে প্রতিনিধিসহ সকলের মতামতের ভিত্তিতে মা ইলিশ সংরক্ষণের সময় (২২দিন) নির্ধারণ করা হয়। মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের আকার ও উৎপাদন দুটোই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও তিনি জানান।

২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, ইলিশ কোন সাধারণ মাছ নয়, এটি একটি সম্পদ। ইলিশ প্রকৃতির দান। প্রকৃতিকে বুঝে আমাদের ইলিশ আহরণ করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইলিশ বিশেষভাবে পদ্মার ইলিশ স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। কাজেই এ সম্পদকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। ইলিশকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষ তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এ মাছকে ঘিরে পরিচালিত হয় বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের ইলিশ মাছ ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর ফলে ইলিশ বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত। আমাদের ইলিশ বিশেষ করে পদ্মার ইলিশ বিশ্বের অন্যতম সুস্বাদু মাছ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আমদের ইলিশ মাছ সংরক্ষণ করতে হবে কারণ দেশের মানুষের জন্য ইলিশ মাছ নিশ্চিত করতে চাই। এ দায়িত্ববোধ থেকেই ইলিশ রক্ষা এবং ইলিশের মাধ্যমে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের কল্যাণে আমাদের সকলকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

৩। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, ইলিশ মাছ একটি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য। ইলিশের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধের সময় যথাযথভাবে নির্ধারণের ওপর অভিযানের সাফল্য নির্ভর করে। তিনি বলেন, Protection and Conservation of Fish Rules, ১৯৮৫ এর rule 13 এর sub rule (4) অনুযায়ী প্রতি বছর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধের সময়সীমা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়। তিনি আরো বলেন, প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধের সময় নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ওয়ার্ল্ড ফিস বাংলাদেশ, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও

ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কতিপয় দপ্তর হতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক ও বিশিষ্ট ইলিশ গবেষক ড. আনিসুর রহমানকে অনুরোধ করা হয়।
ড. আনিস বলেন, মূলত আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমার ওপর ভিত্তি করেই ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমের ২২ দিন নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পূর্ণিমা এবং অমাবশ্যায় ইলিশ মাছ সর্বাধিক পরিমাণে ডিম ছাড়ে বিধায় পূর্ণিমা শুরু হওয়ার ২-৪ দিন পূর্বে ইলিশ আহরণ বন্ধ করা শুরু হলে মা ইলিশ সমুদ্র থেকে প্রজনন স্থলে পৌঁছার সুযোগ পাবে। তিনি ১৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ইলিশ আহরণ বন্ধ করার বিষয়ে মত প্রদান করেন। পর্যায়ক্রমে এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের পরিচালক এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ অন্যান্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়। বেশিরভাগ সদস্য ১৩ অক্টোবর থেকে ইলিশ আহরণ বন্ধ রাখতে একমত পোষণ করেন।

৪। জনাব মাসুদ আরা মমি সভায় বলেন, এ বছর প্রচার প্রচারণার অংশ হিসেবে জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে সচেতনতা সভা আয়োজন, মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্রে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় স্ক্রল ও বিজ্ঞাপন প্রচারসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। অভিযান পরিচালনা বিষয়ে তিনি বলেন, গত বছরের ন্যায় এ বছরও দেশের ৩৮টি জেলায় 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪' বাস্তবায়িত হবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও নৌ পুলিশ কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে জেলা/উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়পূর্বক অভিযান পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং অতিসংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনপূর্বক অভিযান পরিচালনা করা হবে। এছাড়া, রাতে অভিযান জোরদারকরণ, বাংলাদেশের জলসীমায় বহির্দেশীয় মাছ ধরা ট্রলারের অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং জল ও স্থলপথে ইলিশ পাচার রোধে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা শহরের সকল মাছ বাজার, আড়ৎ ও চেইন শপগুলোতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে বলেও তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৫। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, ১৩/১৪ অক্টোবর থেকে মা ইলিশ আহরণ বন্ধ করা যেতে পারে। তিনি মা ইলিশ আহরণ বন্ধকালীন ২২ দিনের জন্য মৎস্যজীবীদের প্রদত্ত খাদ্য সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধির অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, সমুদ্র ও নদীর মিলনস্থল অর্থাৎ মোহনাসহ নদীর তলদেশে পলি জমার ফলে ইলিশ মাছ সমুদ্র থেকে সহজে নদীতে আসতে পারছে না। তিনি এ সকল নদীসমূহ খনন (ড্রেজিং) করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর দাবি জানান। পাশাপাশি, স্পর্শকাতর এলাকাসমূহে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজনেরও অনুরোধ জানান। টাস্কফোর্স কমিটিতে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন। যার মধ্যে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় বহির্দেশীয় মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারের অবৈধ অনুপ্রবেশ, ট্রলার থেকে মাছ বহির্দেশীয় জাহাজে অবৈধভাবে বিক্রয়, মাছঘাটসমূহ বন্ধ রাখা, মুন্সীগঞ্জ জেলার কারেন্ট জাল উৎপাদন কারখানায় অভিযান পরিচালনা ও কারেন্ট জালের পরিবহন কঠোর হস্তে দমন, জেলে সংগঠনগুলোকে শক্তিশালীকরণ এবং অভিযানে স্থানীয় জেলে প্রতিনিধির অংশগ্রহণের বিষয় উল্লেখযোগ্য।

৬। উপপ্রধান বন সংরক্ষক জনাব গোবিন্দ রায় সভাকে অবহিত করেন যে, ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালে সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীরা ইলিশ আহরণ থেকে বিরত থাকলেও কোন ভিজিএফ সহায়তা পাচ্ছে না। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) বলেন, সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর হতে তথ্য পাওয়ার পর অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হবে।

৭। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মাহফুজা আকতার মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানকালীন ২২ দিন নদীগুলোতে ড্রেজিং বন্ধের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। এছাড়াও ইলিশের যেসব মাইগ্রেটরি রুট পলি জমে চর পড়েছে সেগুলো ভবিষ্যতে ড্রেজিং করে ইলিশের চলাচলের উপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

৮। মোল্লা এমদাদুল্ল্যাহ, প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প জানান, অভিযান পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ৩৮টি জেলার মধ্যে সর্বাধিক প্রজনন সংগঠিত হয় এমন জেলাসমূহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রয়োজনে রাত-দিন ২৪ ঘন্টা অভিযান পরিচালনা করতে হবে। তিনি আরো বলেন, নদী থেকে জেলেদের ধরে জেল জরিমানা করা সরকারের উদ্দেশ্য নয়। জেলেরা যেন নদীতে না নামে এবং মাছ না ধরে সেভাবে তিনি তার প্রকল্প থেকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন।

৯। মো. ফসিউল্লাহ, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি জানান, মাইক্রোক্রেডিট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালীন ২২ দিন জেলেদেরকে ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য যাতে বাধ্য না করে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য একজন ঋণগ্রহীতার সঞ্চয় হতেও এ সময় টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ রয়েছে। স্থানীয় ও প্রান্তিক পর্যায়ে কমিউনিটি রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিধায় মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রচারণা কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে করার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান।

১০। মোহা. আবদুল আলীম মাহমুদ, অতিরিক্ত আইজিপি, নৌ পুলিশ বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করায় ইলিশসহ মাছের উৎপাদন বেড়েছে। একই সাথে তিনি নৌ-পুলিশ কর্তৃক চলতি বছর আরো নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে মর্মে জানান।

১১। ক্যাপ্টেন সাইফুল ইসলাম বিএন, পরিচালক অপারেশনস, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষণকালীন ২২ দিন কোস্টগার্ড তাদের নির্ধারিত *পূর্ব জোন, দক্ষিণ জোন, পশ্চিম জোন ও ঢাকা জোন*এ টহল বোট, জাহাজ ও স্থায়ী ক্যাম্পের পাশাপাশি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করবে। তাছাড়া, দিনে ও রাতে ২৪ ঘন্টা বিশেষ করে রাতে বেশি অভিযান পরিচালনা করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

১২। বিজিবি সদর দপ্তরের উপপরিচালক ক্যাপ্টেন মাজেদুল আলম জানান, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়নাধীন ৩৮টি জেলার প্রতিটিতেই বিজিবি'র বিওপির অবস্থান রয়েছে। অভিযান চলাকালে টহলের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা হবে। তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী ব্যাটালিয়নগুলো ১ আগস্ট-২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবৈধভাবে পাচারকালে ৪৩১২.৫ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করেছে। আসন্ন মা ইলিশ সংরক্ষণ মৌসুমেও চোরাচালান/পাচার প্রতিরোধে বিজিবি অধিক সতর্ক থাকবে।

১৩। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম ফাহিম কবীর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী বলেন, গভীর সমুদ্রে বহির্দেশীয় মাছ ধরার নৌকা ও ফিশিং বোট যেন বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে নৌবাহিনীর সদস্যবৃন্দ দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজনে জাহাজের পাশাপাশি মেরিটাইম হেলিকপ্টার ব্যবহার করে টহল জোরদার করা হবে। তিনি মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসমূহ যাতে পোতাশ্রয় বা ঘাট ত্যাগ না করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

১৪। সভায় মৎস্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ড. মো. আব্দুর রউফ ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সারাদেশে মোতায়নরত সেনাবাহিনীর সহযোগিতা কামনা করেন। সেই সাথে সমুদ্রগামী ট্রলারগুলোকে উপকূলে ফিরিয়ে আনা নিশ্চিত করতে অভিযান শুরুর তিন দিন পুর্বে ট্রলারে বরফ পরিবহন নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব করেন।

১৫। সুরাইয়া পারভীন শেলী, অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে যাতে ইলিশ মাছ নির্বিঘ্নে সমুদ্র থেকে নদীতে এসে ডিম ছাড়তে পারে সেজন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় নদী খননে (ড্রেজিং) প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তাছাড়া, ২২ (বাইশ) দিনের অভিযান সফল করার নিমিত্ত ইলিশ আহরণ বন্ধের সময়ে ড্রেজিং বন্ধ রাখার বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন।

১৬। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) বলেন, অধিকাংশ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার নতুন। তবে নতুন হলেও প্রায় সকলেই উপজেলা/জেলা পর্যায়ে মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন। তাই, মাঠ পর্যায়ে অভিযান পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় উপপরিচালক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান শুরু হলেও 'ভিজিএফ পায়নি কোন কোন জেলে' এ ধরণের শিরোনামে অতীতে বিভিন্ন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাই, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান শুরুর পূর্বেই জেলেদের মাঝে যাতে ভিজিএফ বিতরণ নিশ্চিত করা হয় এবং বিতরণের পর বুক এডজাস্টমেন্ট রিপোর্ট ও ব্যয়ের প্রতিবেদন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সে জন্য জেলা প্রশাসকগণকে তিনি অনুরোধ জানান।

১৭। হাইওয়ে পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, বিপিএম (বার) জানান, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালীন সড়কপথে হাইওয়ে পুলিশের প্রতিটি ইউনিট ও টহল টিম নৌ-পুলিশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাতে ইলিশ পরিবহন না হয় সে বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করবে।

১৮। মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), মৎস্য অধিদপ্তর বলেন, 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর হতে অভিযানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেল গঠন করা হবে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য বিভাগীয় মনিটরিং টিম গঠন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ও সকল বিভাগে ১টি করে কন্ট্রোলরুম খোলা হবে। সেই সাথে ইলিশ সমৃদ্ধ এলাকায় অভিযানে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সাময়িকভাবে সংযুক্তি প্রদান করা হবে। এই সময় যেন ঢাকার বাজারে কোন ইলিশ ক্রয়-বিক্রয় না হয় সেজন্য মহানগর বাজার মনিটরিং টিমও গঠন করা হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪' সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

১৯। জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, জেলা প্রশাসন ও জেলা মৎস্য অফিসারের সাথে সমন্বয় করে ইলিশের মাইগ্রেশন রুট চিহ্নিত করার জন্য ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। চিহ্নিতকরণের পর পানিসম্পদ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়পূর্বক মাইগ্রেশন রুটগুলো ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে সচল রাখা হবে। তিনি আরো বলেন, ইলিশ সকলের সম্পদ, এই সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্বও সকলের। 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৪' চলাকালীন মাঠ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল বাহিনী, মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া, তিনি 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪' সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

২০। সভাপতি সমাপনী বক্তব্যে সভা থেকেই প্রচার প্রচারণামূলক কার্যক্রম শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, রেডিও, টিভি, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়াতে প্রচার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। টিভি টক শো এবং কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রচারণার ভাষা যাতে সহজ ও প্রাঞ্জল হয় সে বিষয়েও তিনি নজর রাখতে বলেন। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, অন্যান্য কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের সময়টিকে তাদের অগ্রাধিকার তালিকায় রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, নিষিদ্ধকালীন হোটেল রেস্তোরায় যাতে ইলিশ বিক্রি বন্ধ থাকে তা মনিটরিং করতে হবে। সেই সাথে তিনি ভোক্তা পর্যায়েও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সকলকে সচেষ্ট হবার আহ্বান জানান। ইলিশ যেন অন্য কোন দেশে অবৈধভাবে পাচার না হয় বা প্রতিবেশি কোন জাহাজ বা ট্রলার আমাদের দেশের সীমানায় প্রবেশ করে আহরণ করতে না পারে সেজন্য নৌবাহিনী, কোস্টগার্ডসহ সংশ্লিষ্টদের কঠোরভাবে মনিটরিং এর জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, এমন কোন কাজ করা যাবে না যার ফলে দেশের ক্ষতি হয়। বাজারে অযৌক্তিকভাবে ইলিশের দাম বৃদ্ধি করলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একইসাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে ইলিশের আহরণ, মজুদ, বিক্রিতে বর্ণিত সময়ের জন্য কঠোরভাবে মনিটরিং এর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র. নং	সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	"মা-ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম-২০২৪" আগামী **১৩ অক্টোবর হতে ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ মোট ২২ (বাইশ) দিন** মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। এ সময় সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয়, বাজারজাতকরণ ও বিনিময় নিষিদ্ধ থাকবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় গেজেট জারি করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২	(ক) মোট ৩৮টি জেলায় "মা-ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম-২০২৪" বাস্তবায়ন করা হবে। ২০টি জেলার (চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, শরীয়তপুর, ঢাকা, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মুন্সীগঞ্জ) নদ নদী, মোহনা ও সাগরে ইলিশসহ সকল প্রকার মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকবে, সেই সাথে বরফকলও বন্ধ থাকবে। (খ) অবশিষ্ট ১৮টি জেলায় (খুলনা, কুষ্টিয়া, নড়াইল, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, জামালপুর রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, বগুড়া, কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধা) নদ নদীতে শুধু ইলিশ আহরণ বন্ধ থাকবে।	জেলার সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা
৩	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে (২২ দিন) উপকূলীয় অঞ্চলের ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্রের পাশাপাশি দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বিপণন, ক্রয়-বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে সকল প্রকার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় স্ক্রল আকারে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারণার ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত পত্রিকাসহ মাঠ পর্যায়ের স্থানীয় পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মৎস্য অধিদপ্তর/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
৪	বহির্দেশীয় মাছ ধরার নৌকা ও ফিশিং বোট যেন বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা (জিরো টলারেন্স) এবং পুর্বের চেয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।	বাংলদেশ কোস্টগার্ড/ বিজিবি/ বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
৫	বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও নৌ-পুলিশ কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে অভিযান পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সে মোতাবেক জেলা/উপজেলা পর্যায়ে মাঠ প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তরের সাথে সমন্বয়পূর্বক অভিযান বাস্তবায়ন এবং অতিসংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, কোস্ট গার্ড ও নৌ-পুলিশ কর্তৃক অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনপূর্বক অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	জেলা/উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তর/বাংলদেশ কোস্টগার্ড/ বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী / নৌপুলিশ
৬	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির নিয়মিত সভা আহ্বান করে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয় করতে হবে।	জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি
৭	প্রজনন সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলাসমূহের বরফকলসমূহ ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।	জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি
৮	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালে দেশে মোতায়নরত সেনাবাহিনী সদস্যগণ যাতে সিভিল প্রশাসনকে সহায়তা করেন সেরূপ নির্দেশনা প্রদানের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে পত্র দিতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৯	অবৈধভাবে স্থল ও জলপথে ইলিশ পাচার বন্ধের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ প্রয়োজনীয়	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

ক্র. নং	সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
১০	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালীন সড়কপথে হাইওয়ে পুলিশ ইউনিট ও টহল টিম ইলিশ পরিবহন বন্ধে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করবে।	বাংলাদেশ পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ
১১	ইলিশের পরিবহন বন্ধ করার জন্য লঞ্চ ও ট্রাক পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে, আভিযানিক জেলাসমূহের লঞ্চ ঘাট, ঢাকার সদরঘাট, সোয়ারীঘাট এলাকায় সভা, লিফলেট বিতরণসহ প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।	লঞ্চ ও ট্রাক মালিক সমিতি/বিভাগীয় উপপরিচালক/সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও হাইওয়ে পুলিশ
১২	(ক) অভিযান চলাকালীন ২২ দিন যাতে নদীতে কোন ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা না করা হয় সে বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে হবে। (খ) ড্রেজিংসহ নদী হতে বালু উত্তোলন বন্ধে জেলা প্রশাসকগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বিআইডব্লিউটিএ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ
১৩	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের পূর্বেই যেন মাছ ধরার ট্রলারগুলো ঘাটে ফিরে আসে এজন্য অভিযান শুরুর তিন দিন পূর্বে ট্রলারগুলো বরফ নিয়ে নদীতে না নামে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
১৪	ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে সুন্দরবন ও উপকূলীয় বনাঞ্চলে জেলেদের মাছ ধরার পারমিট প্রদান না করার নিমিত্ত বন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
১৫	প্রধান প্রজনন মৌসুমের ২২ (বাইশ) দিনের অভিযান সফল করার জন্য মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সম্পর্কে প্রচারণার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৬	প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সেল গঠন করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিভাগীয় মনিটরিং টিম, কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি ও সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগে ১টি করে কন্ট্রোলরুম খুলতে হবে। ইলিশ সমৃদ্ধ এলাকায় অভিযানে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারীকে সাময়িকভাবে সংযুক্ত করতে হবে।	মৎস্য অধিদপ্তর

"মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪" এর সফলতা কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২২/০৯/২০২৪ খ্রি.
(ফরিদা আখতার)
উপদেষ্টা
মৎস্যও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.০৬.০১৪.২৩.২৫১

তারিখ: ১১ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ২৬ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৩. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৪. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৫. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৬. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৭. সচিব, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৮. সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৯. সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা;
১০. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, ঢাকা;
১১. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১২. পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ অধিদপ্তর, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা;
১৩. চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী-৮৬৫০;
১৪. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), হেডকোয়ার্টার্স, পিলখানা, ঢাকা;
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, হেডকোয়ার্টার্স, খিলগাঁও, ঢাকা;
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলানগর, ঢাকা;
১৭. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, উত্তরা, ঢাকা;
১৮. এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, গুলফেঁশা টাওয়ার, মগবাজার, ঢাকা;
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, সদর দপ্তর, রামপুরা, ঢাকা;
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা;
২১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২২. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ২৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামোটর, শাহবাগ, ঢাকা;
২৩. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা;
২৪. অতিরিক্ত আইজিপি, নৌ পুলিশ, লেভেল-১৩, টাওয়ার-১, পুলিশ প্লাজা কনকর্ড, গুলশান-১ ঢাকা-১২১২;
২৫. অতিরিক্ত আইজিপি, হাইওয়ে পুলিশ, ৩৪ শাহাজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা;
২৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা;
২৭. পরিচালক, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, অপারেশন্স ও পরিকল্পনা দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা;
২৮. পরিচালক, এয়ার অপারেশন্স, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা;
২৯. পরিচালক, নৌ অপারেশন্স, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, নৌ বাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা;
৩০. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা;
৩১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ;
৩২. মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা;
৩৩. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা; (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
৩৪. যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ রিজিওনাল ওয়াটারওয়ে ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প (BRWTP-S1A), লেভেল-১৯, বিএসসি টাওয়ার, ২-৩ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০;
৩৬. উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা;
৩৭. জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর /লক্ষ্মীপুর /নোয়াখালী /ফেনী /চট্টগ্রাম /কক্সবাজার /ভোলা /বরিশাল /পটুয়াখালী /বরগুনা /পিরোজপুর/ঝালকাঠি / বাগেরহাট/শরীয়তপুর /ঢাকা /মাদারীপুর /মুন্সীগঞ্জ /মানিকগঞ্জ /ফরিদপুর / রাজবাড়ী /রাজশাহী /চাঁপাইনবাবগঞ্জ / পাবনা /সিরাজগঞ্জ / নাটোর /কুড়িগ্রাম /গাইবান্ধা /জামালপুর / ব্রাহ্মণবাড়িয়া/খুলনা/কুষ্টিয়া/বগুড়া/গোপালগঞ্জ/নারায়ণগঞ্জ/নরসিংদী/কিশোরগঞ্জ/টাঙ্গাইল ও নড়াইল;

৩৮. জেলা পুলিশ সুপার, চাঁদপুর /লক্ষ্মীপুর /নোয়াখালী /ফেনী /চট্টগ্রাম /কক্সবাজার /ভোলা /বরিশাল /পটুয়াখালী / বরগুনা /পিরোজপুর /ঝালকাঠি / বাগেরহাট/শরীয়তপুর/ঢাকা/মাদারীপুর /মুন্সীগঞ্জ /মানিকগঞ্জ /ফরিদপুর / রাজবাড়ী /রাজশাহী /চাঁপাইনবাবগঞ্জ /পাবনা /সিরাজগঞ্জ / নাটোর / কুড়িগ্রাম /গাইবান্ধা /জামালপুর / ব্রাহ্মণবাড়িয়া /খুলনা/কুষ্টিয়া/বগুড়া/গোপালগঞ্জ/নারায়ণগঞ্জ/নরসিংদী/ কিশোরগঞ্জ/টাঙ্গাইল ও নড়াইল;

৩৯. অতিরিক্ত মহাপরিচালক /পরিচালক /প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা;

৪০. পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম;

৪১. উপপরিচালক, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/ বরিশাল/ খুলনা/ ময়মনসিংহ/ রংপুর;

৪২. উপপরিচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা;

৪৩. প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা;

৪৪. প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা;

৪৫. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁদপুর /লক্ষ্মীপুর/ নোয়াখালী/ ফেনী /চট্টগ্রাম /কক্সবাজার /ভোলা /বরিশাল/ পটুয়াখালী /বরগুনা/পিরোজপুর/ঝালকাঠি /বাগেরহাট /শরীয়তপুর /ঢাকা /মাদারীপুর /মুন্সীগঞ্জ /মানিকগঞ্জ / ফরিদপুর /রাজবাড়ী / রাজশাহী /চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা /সিরাজগঞ্জ /নাটোর /কুড়িগ্রাম /গাইবান্ধা/জামালপুর /ব্রাহ্মণবাড়িয়া/খুলনা/কুষ্টিয়া/বগুড়া/গোপালগঞ্জ/নারায়ণগঞ্জ/নরসিংদী/কিশোরগঞ্জ/টাঙ্গাইল ও নড়াইল;

৪৬. ডীন, মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ;

৪৭. ডীন, ইনস্টিটিউট অব মেরিন সাইন্স এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম;

৪৮. ডীন, মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, রাজশাহী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী;

৪৯. ডীন, মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা;

৫০. চেয়ারম্যান, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা;

৫১. টীম লিডার, ইকোফিশ বিডি-II প্রকল্প, বনানী, ঢাকা;

৫২. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;

৫৩. সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা;

৫৪. সভাপতি/সদস্য সচিব, লঞ্চ মালিক সমিতি;

৫৫. সভাপতি/সদস্য সচিব, ট্রাক মালিক সমিতি;

৫৬. সভাপতি/সদস্য সচিব, মৎস্যজীবী উপজাতি এবং হতদরিদ্র উন্নয়ন সোসাইটি;

৫৭. সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি, ২৩/২ তোপখানা রোড, ঢাকা;

৫৮. সভাপতি/সদস্য সচিব, জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতি, ১২৩ নিউ কাকরাইল রোড, মৌবন সুপার মার্কেট, ঢাকা;

৫৯. সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, ৯-ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য) ;

০২. সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) ;

০৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;

০৪. অফিস কপি।

২৬/০৯/২০২৪
(মো: আবদুর রহমান)
উপসচিব